প্রশ্ন 6 মন্ত্রীসভার গঠন সম্পর্কে একটি টীকা লেখো। Composition of Council of Ministers

উত্তর

মন্ত্রীসভার গঠন

ব্রিটেনের মতো ভারতেও মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। সংবিধানের 74(1)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে গঠিত ও পরিচালিত একটি মন্ত্রীসভা থাকে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্র কাজ করতে বাধ্য। সংবিধানের 75(1)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি একটি প্রথা অনুসারে নিয়োগ করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু লোকসভায় যদি কোনো দল বা মোর্চা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানে কেবল বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আইনসভার যে-কোনো একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়। আবার আইনসভার সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তিকেও মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 6 মাসের মধ্যে আইনসভার যে-কোনো একটি কক্ষের সদস্য হতে হবে, যদি এই সদস্যপদ অর্জনে তিনি ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।

সাধারণভাবে মন্ত্রীসভা 5 বছরের জন্য গঠিত হয়। তবে কতকগুলি কারণে মন্ত্রীসভার কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে এর পতন ঘটতে পারে। কারণগুলি হল—**প্রথমত,** কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে যদি লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়; **দ্বিতীয়ত,** যদি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাহলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, মন্ত্রীসভার কার্যকাল লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। আবার লোকসভার মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে মন্ত্রীসভারও কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন 7 মন্ত্রীসভার শ্রেণিবিভাগ করো। Categories of Council of Ministers

অথবা, মন্ত্রীসভাকে বিভিন্ন ভাগগুলি আলোচনা করো।

উত্তর

মন্ত্রীসভার শ্রেণিবিভাগ

মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা বা এর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি 1949 খ্রিস্টাব্দে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে মন্ত্রীদের তিনটি শ্রেণিবিভাজনের কথা বলা হয়। এই বিভাজন হল—[1] ক্যাবিনেট মন্ত্রী, [2] রাষ্ট্রমন্ত্রী ও [3] উপমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এই তিন ধরনের মন্ত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ, তাঁদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করবেন।

[1] **ক্যাবিনেট মন্ত্রী:** ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাজ হল নীতি নির্ধারণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি পরিচালনা করা। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করেন। ক্যাবিনেটে থাকেন মন্ত্রীসভার প্রধান তথা উল্লেখযোগ্য এবং অভিজ্ঞ সদস্যরা।

[2] **রাষ্ট্রমন্ত্রী:** রাষ্ট্রমন্ত্রীরা স্বাধীন দায়িত্বসম্পন্ন কাজের দায়িত্বে থাকেন। এঁরা ক্যাবিনেটের সদস্য না হলেও ক্যাবিনেট বৈঠকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে এঁদের আহবান করা হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনেও কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আবার কোনো দফতরের বিভিন্ন দায়িত্ব রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেন।

[3] **উপমন্ত্রী:** তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত মন্ত্রীরা হলেন উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)। গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে এঁরা অপর দুই শ্রেণির মন্ত্রীর কোনো অংশে সমপর্যায়ভুক্ত নন। উপমন্ত্রীদের কাজ হল বিভাগীয় মন্ত্রীরা যাতে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সে ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করা। উপমন্ত্রীরা কখনও ক্যাবিনেট সভায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করেন না।

প্রশ্ন 4 ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

◆ উত্তর

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের একাধিপত্য গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রধামন্ত্রীই হলেন দেশের প্রকৃত শাসক-প্রধান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও বিভিন্ন ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কার্যাবলিগুলি হল—

[1] **মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হিসেবে ভূমিকা:** প্রধানমন্ত্রী হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের প্রধান। তিনি তাঁর পছন্দমতো এবং বিবেচনা অনুসারে মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের মনোনীত করেন এবং তাঁর পরামর্শমতো রাষ্ট্রপতি এইসব মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন করে দেন। কোন্ কোন্ মন্ত্রী ক্যাবিনেটে থাকবেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেটে নেওয়া হবে, কে উপমন্ত্রী হবেন বা কে রাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিভাগগুলির কাজের মধে সমন্বয় করেন। আবার বিভাগগুলির মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী সেই মতভেদ বা বিরোধের মীমাংসা করে ক্যাবিনেটে ঐক্যকে বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ দেখা দিলে সেই মন্ত্রীকে তিনি পদত্যাগের জন্য বলতে পারেন।

[2] **ক্যাবিনেটের প্রধান হিসেবে ভূমিকা:** ক্যাবিনেটের কাজ হল নীতি নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করা। কাকে কোন্ শ্রেণির মন্ত্রী করা হবে, ক্যাবিনেট মন্ত্রী কতজন হবেন এবং কারা হবেন, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী ঠিক করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিশ্বস্ত, অনুগত এবং অভিজ্ঞ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ ক্যাবিনেট গঠন করতে পারেন, যাঁরা বিভিন্ন কাজে তাঁকে যুক্তি, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সাহায্য করবেন। একে বলা হয় হেঁসেল ক্যাবিনেট বা 'কিচেন ক্যাবিনেট'। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলকেন্দ্র হিসেবে 'কিচেন ক্যাবিনেট'-ই কাজ করে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার বিষয়সূচি ঠিক করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করতে পারেন।

[3] **রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা:** প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি কোনো দফতরের কার্য পরিচালনা বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। আবার রাষ্ট্রপতি যাঁদের নিযুক্ত করেন—অর্থাৎ কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি এবং অন্য সদস্যবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, ভারতের নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই নিযুক্ত করেন। জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি প্রদান, রাজ্যসভায় কাকে মনোনীত করা হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং রাষ্ট্রপতি তার বাস্তবায়ন ঘটান।

[4] **লোকসভার নেতা হিসেবে ভূমিকা:** লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকেন। অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কাজ করেন। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলির তালিকা তৈরি করেন ও মূল সিদ্ধান্ত তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি সংসদের দুটি কক্ষেই উপস্থিত থাকতে পারেন এবং আলোচনার সময়ে অংশ নিতে পারেন। লোকসভার নেতা বা নেত্রী হিসেবে তিনি সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্পিকারকে সাহায্য করেন এবং বিরোধীপক্ষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। সর্বোপরি, প্রধানমন্ত্রী সংসদে সরকারি নীতিসমূহের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা দেন এবং এ ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্ন ও সমালোচনার যথোচিত উত্তর দিয়ে থাকেন।

[5] **বৈদেশিক নীতি প্রণেতা হিসেবে ভূমিকা:** ভারতের বৈদেশিক নীতি রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই সর্বাধিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন—[a] আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, [b] জোটনিরপেক্ষ নীতির বাস্তবায়ন, [c] আণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, [d] কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান, [e] বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান প্রভৃতি। দেশের পররাষ্ট্র দফতর প্রধানমন্ত্রীর হাতে না থাকলেও, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক-প্রধান, সেহেতু তিনি দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে বৈদেশিক নীতির প্রধান রূপকার হিসেবে কাজ করেন। বিদেশে তথা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তা ভারতের বক্তব্য বলে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

[6] **দলের নেতা হিসেবে ভূমিকা:** প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা নেত্রী। তিনি সংসদের ভিতরে ও বাইরে তাঁর দলের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। তাঁর নজরে থাকে দলীয় ঐক্য ও সংহতি যেন কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়। প্রধানমন্ত্রীর দল একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের অভ্যন্তরে শক্তি ও উৎসাহ জোগায় অন্যদিকে তেমনই দলও আশা করে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যথাসাধ্য কাজ করবেন। এ ছাড়াও সরকার পরিচালনার দক্ষতা, দলীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রভৃতির ওপর তাঁর দলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নির্ভর করে।

পদমর্যাদা

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক ও একজন প্রকৃত শাসক থাকেন। রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, কিন্তু প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বা যেসব উচ্চপদাধিকারীদের নিয়োগ করেন সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তা সম্পাদিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীই হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই কারণে তাঁকে কতকগুলি রূপক আখ্যায় ভূষিত করা হয়। যেমন, প্রধানমন্ত্রী হলেন সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম, আবার এ কথাও বলা হয় যে, তিনি হলেন নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্রসদৃশ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক ব্যবস্থায় তাঁর পদক্ষেপ, জনপ্রিয়তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, তাঁর নিজের দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ওপর প্রভাব বিস্তার প্রভৃতির ওপর।

প্রশ্ন 5 ভারতের ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো। Powers & Functions of Cabinet

উত্তর

ভারতের ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অপর নাম মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থা। ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়ায় একজন নিয়মতান্ত্রিকের অধীনে বা নিয়মতান্ত্রিকের নামে সকল কার্য পরিচালিত হয়। এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রীপরিষদ সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে। বাস্তবে মন্ত্রীপরিষদের কার্যাবলি ক্যাবিনেট করে থাকে। ক্যাবিনেটই সরকারি সকল প্রকার কাজ, সরকারি নীতি নির্ধারণ, সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের কাজগুলি হল—

[1] **নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ:** নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট কতকগুলি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন—

[a] **সরকারি দফতর সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ:** সরকারি দফতর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেট সরকারি নীতি নির্ধারণমূলক কাজ করে।

[b] **মন্ত্রীসভার সমর্থন:** ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিসমূহ মন্ত্রীসভার সমস্ত মন্ত্রীদের দ্বারা সমর্থিত হতে হয়।

[c] **প্রতিশ্রুতি অনুসারী:** ক্যাবিনেট যেসব নীতি নির্ধারণ করে সেই নীতিগুলিকে শাসকদলের মতাদর্শ ও যেসব প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়—সেইসব প্রতিশ্রুতি অনুসারী হতে হয়।

[d] **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ:** জাতীয় বিষয়সমূহ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণের কাজ করে।

[e] **নির্ধারিত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন:** নির্ধারিত নীতিসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ক্যাবিনেট তার ভূমিকা পালন করে। ক্যাবিনেট দ্বারা রূপায়িত নীতিসমূহ সংসদে অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা সজাগ থাকেন। মূলত ক্যাবিনেট কর্তৃক আনা নীতিসমূহ সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে।

[2] **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ:** ক্যাবিনেটের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

[a] **আইন প্রণয়নের বাস্তবায়ন:** আইন প্রণয়নের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করা হলেও বাস্তবে সেই কাজ সম্পন্ন করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট সংসদে বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব পালন করে এবং আইন প্রণয়নে প্রধান উদ্যোগকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

[b] **আইনের খসড়া রচনা:** ক্যাবিনেটের নির্দেশই বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া রচিত হয়।

[c] **বিল উত্থাপন:** সংসদে বেশিরভাগ বিল উত্থাপন করেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ। তাঁদের উত্থাপিত এই বিলগুলির ওপর সংসদে মন্ত্রীগণের নিজ দলীয় সদস্যদের সমর্থন থাকে। তাই ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিল সংসদ দ্বারা পাস করিয়ে নিতে অসুবিধা হয় না।

[3] **শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ:** রাষ্ট্রপতির নামে ক্যাবিনেট তার শাসন বিভাগীয় সকল কার্যাবলি পরিচালনা করে এবং প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের কাজগুলি হল—

[a] **সরকারি নীতি ও আইন অনুযায়ী কার্য পরিচালনা:** বিভিন্ন সরকারি নীতি এবং আইন অনুযায়ী ক্যাবিনেট সমস্ত প্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করে।

[b] **দায়িত্ব পালন:** শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে স্থায়ী কর্মচারীদের মন্ত্রীরা যেসব নির্দেশ দেন তা তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন।

[c] **গুরুত্বপূর্ণ নীতি রূপায়ণ:** ক্যাবিনেটের নির্দেশ অনুসারে নতুন নীতি প্রবর্তন, প্রচলিত নীতির পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি রূপায়ণে মন্ত্রীগণ বাধ্য থাকেন।

[4] **বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কাজ:** ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ স্থায়ী কর্মচারীদের দ্বারা বিভিন্ন দফতর পরিচালনার কাজ করেন। বিভিন্ন দফতরের মধ্যে ক্যাবিনেট সমন্বয়সাধকের কাজ করে। সেহেতু বিভিন্ন দফতরের কাজের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থ বিদ্যমান সেহেতু সমন্বয়সাধনের কাজটি খুবই জরুরি। বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়সাধিত না হলে কোনো একটি দফতরের স্বাতন্ত্র্য অপর একটি দফতরের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য ক্যাবিনেট দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্যাবিনেট কমিটি নিয়োগ করে। তা ছাড়া ক্যাবিনেট বিভিন্ন দফতরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সিদ্ধান্তে আসার ব্যবস্থা করে থাকে।

[5] **বাজেট সংক্রান্ত কাজ:** বাজেট নির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পালন করে ক্যাবিনেট। এক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের কাজ হল—

[a] **সরকারি আয়ব্যয় নির্ধারণ:** সরকারি আয়ব্যয় নির্ধারণ সম্পর্কিত কাজ করে ক্যাবিনেট।

[b] **খসড়া বাজেট সম্পর্কে মৌখিক আলোচনা:** অর্থমন্ত্রী খসড়া বাজেট সংসদের নিম্নকক্ষে বা লোকসভায় পেশ করার আগে ক্যাবিনেটে মৌখিকভাবে তা আলোচনা করে নেন।

[c] **বাজেটের খসড়ায় অনুমোদন:** ক্যাবিনেট বাজেটে অনুমোদন জানালে অর্থমন্ত্রী সেই অনুমোদিত বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। ক্যাবিনেট বাজেটের খসড়ায় অনুমোদন জানালে লোকসভায়ও অনুমতি পেতে বা বাজেটটি পাস হতে বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

[6] **পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কাজ:** ক্যাবিনেট পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্বশীল থাকে। কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সম্পাদন করেন প্রধানমন্ত্রী অথবা বিদেশমন্ত্রী। এইসব বিষয়ে সংসদকে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে ক্যাবিনেট।

[7] **পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ:** ভারতে পরিকল্পনা কমিশন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ রেখে কাজ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কমিশনে প্রধানমন্ত্রী ও তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকেন। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনে ক্যাবিনেটের চিন্তাধারাই প্রধানরূপে গৃহীত হয়।

[8] **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা:** ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজ্যপালগণ, ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকগণ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, অর্থকমিশনের সদস্যগণ, নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ, রাষ্ট্রদূতগণ প্রমুখ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হলেও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী তথা ক্যাবিনেটের পরামর্শমতো তিনি তা করে থাকেন।

মূল্যায়ন: সবমিলিয়ে বলা যায় যে, ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় ক্যাবিনেটের ওপরই বাস্তবে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাঁর নামে ক্যাবিনেটই কার্যত মুখ্য দায়িত্ব পালন করে। ক্যাবিনেটই কার্যক্ষেত্রে সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রশ্ন 6 ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান থাকেন, তাঁর নামে দেশের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রকৃত শাসক। যিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ভারতেও অনুরূপ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, এই ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রকৃত ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। অর্থাৎ প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করলে যে বিষয়গুলি পাওয়া যায়, তা হল—

[1] **সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য নির্দেশদান:** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। লোকসভায় কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, নির্বাচনে যে দল বেশি আসন পেয়েছে অথবা কোনো জোট গঠিত হলে জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি ওই নেতা বা নেত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

[2] **মন্ত্রীপরিষদের প্রধান:** ভারতের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে—প্রধানমন্ত্রী হবেন এই মন্ত্রীপরিষদের প্রধান।

[3] **প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ:** কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরবর্তী নেতাকেই তিনি আহ্বান করবেন।

[4] **যোগসূত্র রক্ষা:** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজ করেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এবং আইনের প্রস্তাব সম্পর্কিত কার্যাবলির সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করেন।

[5] **রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা:** আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আইন ও প্রশাসনিক প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করানো।

[6] **দায়িত্বশীলতা:** প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যেসব নীতি গ্রহণ করেন বা অন্যান্য কার্যাবলির পালন করেন, সেইসব কৃতকর্মের জন্য লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। কিন্তু লোকসভার আস্থা হারালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ওই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

[7] **শাসন সংক্রান্ত পরামর্শদান:** শাসন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে পারেন।

[8] **তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগীয় প্রধান:** ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি হলেন সকল প্রকার শাসন বিভাগীয় কার্যাবলির প্রধান। বাস্তবে মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই সকল কার্য পরিচালনা করেন, তবে রাষ্ট্রপতি যদি এ কথা মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রীর কাজের ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সে ব্যাপারে সর্তক করে দিতে পারেন।

[9] **কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক ক্ষমতা:** রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কার্যত এইসব ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ওপর প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

[10] **লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা:** লোকসভার আস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী পরাজিত হলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর এই পরামর্শ মানতে পারেন আবার নাও মানতে পারেন। রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন।

[11] **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাস্তবায়ন:** রাষ্ট্রপতি যাঁদের নিযুক্ত করেন—অর্থাৎ কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি এবং অন্য সদস্যবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, ভারতের নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রমুখকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। তা ছাড়া জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি প্রদান, রাজ্যসভায় কাকে মনোনীত করা হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং রাষ্ট্রপতি তার বাস্তবায়ন ঘটান।

[12] **তদারকি সরকার গঠন:** কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন তাহলে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রধানমন্ত্রীকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারেন। আবার বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপতি কোনো 'তদারকি সরকার' গঠনের জন্যও বলতে পারেন। যতদিন না নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন ওই 'তদারকি সরকার' কাজ করে যাবে।

মূল্যায়ন: পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিপুল ক্ষমতা ভোগের এক্তিয়ার রয়েছে। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে প্রধান হলেও বাস্তবে সকল কাজের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই বেশি। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি তাই সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিরোধও উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব বিরোধের বিষয়গুলি ব্যাপক আকার নিতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, জরুরিকালীন সময়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রভৃতির ওপর তাঁদের মর্যাদা নির্ভরশীল। উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বিশেষভাবে কাম্য।